ভাষা আন্দোলনের সচিত্র দলিল

মনোয়ার আহমদ

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪০০
এপ্রিল ১৯৯৩

প্রকাশক
ওসমান গনি
আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
ফোন ২৮ ২৩ ৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আইনুল হক মুন্না

প্রচ্ছদের ছবি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফেস্টুনের কার্টুন সিরিজ থেকে নেয়া। সে সময়ে কার্টুন এঁকেছিলেন মুর্তজা বশীর।

শেষ প্রচ্ছদে ১৯৫২ সালের প্রথম শহীদ মিনারের ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। শহীদ মিনারের নকশা এঁকেছিলেন ডাঃ আলম।

মুদ্রণে
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
৬/১০ পি. সি. ব্যানার্জী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্যঃ ৮০ টাকা

ISBN 984-401-147-7

উৎসর্গ

আমার-মা
নূরুননেছার শ্রদ্ধাস্পদেষু
যাঁর আদর্শ ও উৎসাহে পেয়েছি
শক্তি আর সাহস। অদৃশ্য
সীমানার মাঝে আজীবন যিনি
আমার পথ প্রদর্শক।

ভূমিকা

চিত্র সাংবাদিকতার সুদীর্ঘ ২৭ বছরের বিচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পেরিয়ে আসার পরও প্রথম কৈশোরের একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি আমার মন আর মননে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত ছিল এবং এখনও আছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে, যাঁরা সক্রিয় অবদান রেখেছেন, সেই ঐতিহাসিক অবদান রাখার ক্ষেত্রে যে সব ব্যক্তিত্ব জড়িত তাঁদেরকে চিনতে চাই, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের চেনাতে চাই।

আলোকচিত্র সাংবাদিকতার প্রথম থেকেই আমার নিজের মধ্যে যে আকাঙ্খা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তারই ফলশ্রুতি ১৯৮৬-১৯৮৭ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর পর অনুভব করলাম প্রদর্শনী শুধু শহর কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। এটাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হলে বই আকারে বের করতে হবে। প্রদর্শনী নিয়ে সারা দেশ ঘোরা সম্ভব নয়। আর বই বের করতে হলে কিছু সংযোজনেরও প্রয়োজন আছে। তাই বাংলাভাষার উৎপত্তি, বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি এবং ৫২-র পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে নিরপেক্ষভাবে। এই বইতে প্রদর্শনীর ছবি, ভাষা সৈনিকদের জীবনী ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের জন্য আমাকে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৫ সালের একুশের সংকলনের গবেষক কুশলী আমিরুল মোমেনীন-এর গবেষণায় সাহায্য নিতে হয়েছে, জনাব বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বইয়ের সাহায্য ছাড়াও বাংলা ভাষার ইতিহাসের ওপর পণ্ডিতদের লেখা বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভাষা সৈনিকদের বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। এ সম্পর্কে কোন তথ্য এই গ্রন্থে দিতে পারিনি।

তারপরেও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয় না। প্রদর্শনীর ছয় বছর পরে আজ এই বই প্রকাশিত হচ্ছে, যদি কোন ভুল থেকে যায় তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।।

মনোয়ার আহমদ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

বাংলা অক্ষরের বিবর্তন

বাংলা সংখ্যার বিবর্তন

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা নিয়ে এ শতাব্দীর প্রথম দশকেই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলন নিয়ে কমিশন গঠন করেও প্রচলন করতে পারেনি। ১৯১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হওয়ায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের অনুমোদন লাভ করে । তবু এদেশের এক শ্রেণীর রক্ষণশীল নেতার ইংরেজী প্রীতির কারণে সে প্রচেষ্টা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন-প্রবন্ধ লিখে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে মতামত সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছেন । অনেক ইসলামিক নেতা বাংলা ভাষা ব্যবহারে হিন্দুয়ানী গন্ধ বা সাম্প্রদায়িকতা তেল বুদ্ধি খুঁজে বেড়িয়েছেন । আবার একই সময়ে ফরাজী আন্দোলন গোষ্ঠীর অন্যতম উত্তরসুরি পীর বাদশা মিয়া বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে জোরালো মতামত পেশ করেন। এখানে ১৩৩৩ সালে ইংরেজী ১৯২৫ সালে 'প্রবাসী পত্রিকার' বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ-প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো।

"মৌলানা হাজী শাহ সূফী পীর আবু বকর ও পীর বাদশা মিয়া সাহেবের আহবানে গত ১৩ মার্চ ১৯২৬ শনিবার সাড়ে ৭ টার সময় জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মন্ডপে বঙ্গ ও আসামের বেসরকারী মাদ্রাসা সমূহকে সংবদ্ধ করিবার উপায় নির্ধারণের সময় ও বাংলা ও আসামের আলেম মণ্ডলীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় দেশমান্য আলেম ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য কাজের পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয় ।"

"জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের অভ্যর্থনা সমিতির আহবায়ক স্যার আবদুর রহিম সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষাকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার বাহন স্বরূপ ব্যবহার করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ও আসামের আলেম ও কর্মীবৃন্দের এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, এই সভার মতে বাঙ্গালাই বাঙ্গালী মুসলমানদের

মাতৃভাষা এবং বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলিত হইলে তাহা সকল মুসলমান শিক্ষার্থীর চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধির পক্ষে কল্যাণকর হইবে।"

১৯৪৬-৪৭ সালের দিকে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার আগ থেকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এই নিয়ে কুচক্রীরা এবং শোষক শ্রেণীরা তৎপর হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন দাবি করলেন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। এর প্রতিবাদে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ২৮ জুলাই আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন-"বাংলাদেশে আদালত, কাচারি, শিক্ষায়তন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু গ্রহণ করা হলে তা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হবে।" তিনি প্রমাণ করেছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার উপরে আর কোন ভাষার স্থান নেই।

১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন

১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ভাষণ দিচ্ছেন, এই ভাষণেই তিনি বলেছিলেন উর্দু এও উর্দু স্যাল বি দা ষ্টেট লাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে গণ-পরিষদ উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকে অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের স্বপক্ষে দাবি উত্থাপন করেন বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এ কারণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ও অন্যান্য বক্তা অসৌজন্যমূলক ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেন।

পূর্ব বঙ্গের উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দিন ও লিয়াকত আলী খান গণ-পরিষদ অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হন। তরুণ ছাত্র সমাজ বিভিন্ন শিক্ষায়তন থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানায়। লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদান করার প্রয়োজনে ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) তমদ্দুন মজলিসের অফিসে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র জনাব শামসুল আলমকে আহবায়ক করে রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ গঠন করা হয়। এবং একই বৈঠকে ১১ মার্চ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ-মিছিলের কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী প্রত্যুষ দিবস ঘোষণা করা হয়। ১১ মার্চ আয়োজিত সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করার আহবান জানিয়ে ৩ মার্চ ঢাকা থেকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ যে বিবৃতি দেন তা কলকাতার ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন: শামসুল আলম আহবায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, অধ্যাপক এম. এ. কাশেম, নঈমুদ্দিন আহমদ, আহবায়ক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, তফাজ্জল আলী এম. এল. এ. মিসেস আনোয়ারা খাতুন এম. এল.এ, আলী আহমদ খান এম. এল. এ. শামসুল হক সংগঠক মুসলিম লীগ (পূর্ব বঙ্গ); সৈয়দ নজরুল ইসলাম (সহ-সভাপতি এস. এম. হল) মোঃ তোয়াহা, অলি আহাদ ও আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, সম্পাদক ইন্সান।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৪ ও ৫ মার্চের সভায় ১১ মার্চের সাধারণ হরতালকে সফল করার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১০ মার্চের সভায় সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি

হবে না বিতর্কে জনাব অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন: "আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবই, সরকারী কোন বিধি-নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া আন্দোলন প্রত্যাহার করিব না।"

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসের হলের যেখানে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া ও ১১ মার্চের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

১০ মার্চের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে তিন হতে পাঁচজন করে, সেক্রেটারিয়েটের প্রত্যেক গেটে পিকেটিং করবে। এদের ধরা পড়লে আরেক দল এসে পিকেটিং করবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ই মার্চের সকাল নয়টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াদুদ ও অলি আহাদ সেক্রেটারিয়েট গেটের সামনে পৌঁছে উপস্থিত হন, কিছুক্ষণ পরেই জনাব শামসুল হক কয়েকজন কর্মীসহ শেখ মুজিবুরদের সাথে যোগ দেন। ৮-৩০ থেকে ১০টার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা সেক্রেটারিয়েটগামী কর্মচারীদের অফিসে যোগদানে বাধা দিতে থাকে। অল্প কিছুক্ষণ পর ইংরেজ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ চ্যাথাম লাঠি চালনার আদেশ দিলেন। সাথে সাথে শামসুল হক ও তার দলের কর্মীরা গ্রেফতার হলেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ ও আরও অনেকে।

সরকারের পুলিশ বাহিনী আহত অবস্থায় তাদের বন্দী করে জীপে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

১২ মার্চ শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক ১১ মার্চের পুলিশী হামলার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১১ মার্চ পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে সমগ্র ঢাকা নগরীর রাজপথ মিছিলে মিছিলে এবং বিভিন্ন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে কম্পিত হয়ে উঠেছিল। ১৫ মার্চ পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলাকালে চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সদস্যদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। উভয়পক্ষ এক খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। চুক্তিপত্রটি ১১ মার্চ আটক বন্দীদের অনুমোদনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাশেম ও জনাব কমরুদ্দিন আহমদ কারাগারে তাঁদের সাথে মিলিত হন। জনাব শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদ বন্দীদের পক্ষ থেকে খসড়া চুক্তি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনুমোদন করেন। খসড়া চুক্তিপত্রটি সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিনামার বিবরণ:

১। ২৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২। পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে উজিরে আলা স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতি দিবেন।

৩। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে বেসরকারী আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং ইহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় চাকরীতে পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের নিমিত্ত একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব তোলা হইবে যে, প্রদেশের অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজীর স্থলে বাংলা হইবে।

৫। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বঙ্গের যে সকল অংশে ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

চুক্তি মোতাবেক ১৫ মার্চ বিকেলের দিকে ১১ মার্চের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়।

১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্র সভা আহবান করা হয়। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশী জুলুম তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন, চুক্তিনামার ৩ ও ৪ ধারা কার্যকর করার জন্য আইন পরিষদ অধিবেশনে নির্দিষ্ট তারিখ দাবি ও পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের হাতে দাখিল করার জন্য প্রস্তাব পাস হয়।

এই সভা হতে একটি বিক্ষোভ মিছিল আইন পরিষদ ভবন মুখে যাত্রা করে। এই মিছিলের শ্লোগান ছিল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দু বাংলা ভাই ভাই।

পরিষদ ভবন থেকে মিছিলকারীরা খাজা নাজিমুদ্দিনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্থান পরিত্যাগ করতে বাণী উচ্চারণ করে পুলিশ বাহিনী ফিরে মূর্তি ধারণ করে এবং লাঠি চার্জ আরম্ভ করে দেয়। লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করার জন্য উদ্দেশ্য ছিল, মোতায়েনকৃত আইন পরিষদ সদস্যদের মুক্ত করা ও মন্ত্রীদের বাড়ি যাবার পথ সুগম করা। এই সময় মিছিলকারীরা

ছত্রভঙ্গ হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে ও এস.এম. হলের মাঠে জমায়েত হয়। এইদিন সন্ধ্যায় পুলিশ আবার কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। এই সময় মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আইন পরিষদ ভবন ত্যাগ করে।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ পূর্ণ দিবস হরতালের দিন এবং ভাষা আন্দোলনের জন্য সেক্রেটারিয়েট গেটে পিকেটিং করতে গিয়ে যাঁরা আহত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন-শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, মোঃ তোয়াহা, ডাঃ এম. এ আযমল, কাজী গোলাম মাহবুব, জনাব শামসুল হক, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, মোশারফ হোসেন, খালেক নেওয়াজ খান এবং আরো অনেকে।

বাংলা ভাষা বাংলার মানুষের প্রধান হাতিয়ার যে তা বুঝতে পেরে সে ভাষাকে কেড়ে নিয়ে, গণ-মানুষকে নিরস্ত্র করতে সচেষ্ট হলো শোষক শ্রেণী।

খাজা নাজিমুদ্দিনের চুক্তি মানলেন না পাকিস্তান সরকার। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে ভাষণদানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কায়েদে আযমের মন্তব্য ছাত্র সমাজকে মর্মাহত করে। এবং যত ক্ষীণ কণ্ঠেই হোক প্রতিবাদ রূপে উচ্চারিত হল নো, নো, নো। ২৪শে মার্চ কায়েদে আযমের সম্মানার্থে আয়োজিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসব। এই উৎসবেই কায়েদে আযম আবার তাঁর ভাষণে বললেন-"উর্দু এও উর্দু শ্যাল বী দা স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।" তাঁর এই মন্তব্যের সাথে সাথে সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ছাত্রদের একাংশ নো, নো অর্থাৎ না না বলে প্রতিবাদ জানান।

ছাত্রদের প্রতিবাদের পর এক সময় জিন্নাহ সাহেব রাগ করে বেরিয়ে যান, এবং এইদিন বিকালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাঁর সাথে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভেই কায়েদে আযম মন্তব্য করেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর, এর জবাবে ছাত্রনেতা কমরুদ্দিন আহমদ বলেন, সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডার একাধিক রাষ্ট্রভাষা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করেছে। কায়েদে আযম অসহিষ্ণু স্বরে বলেন যে, তাকে ইতিহাস শিখাতে হবে না। ছাত্রনেতাদের মাঝ থেকে একজন বলেন, তবে রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করছেন কেন? অতঃপর কায়েদে আযম ধীরস্থির শান্ত কণ্ঠে বলেন, পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজনবোধে তোমাদিগকে মাতৃভাষা পরিবর্তন করতে হবে। কায়েদে আযমের উক্তি, বিস্ময়কর মন্তব্য সকলকেই বিস্মিত, বিমূঢ় ও হতবাক করে ফেলে।

কায়েদে আযমের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হওয়ার পর বিদায় গ্রহণকালে রাষ্ট্রভাষা কমিটির তরফ হতে ইংরেজী ভাষায় একটি স্মারকলিপি কায়েদে আযমের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা গ্রেফতার হওয়ার পর সংগ্রাম পরিষদে নানা কারণে অনৈক্য দেখা দেয়। কর্মী পরিষদেরই আহবায়ক শামসুল আলমের পদত্যাগের পর জনাব আজিজ আহমদ কিছুকাল আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমশঃ আন্দোলন তীব্রতা হারিয়ে ফেলে, ফলে সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এদিকে ১৫০নং মোগলটুলী, ঢাকা কর্মী শিবিরের কতিপয় সদস্যের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক সভায় জনাব আবদুল মান্নানের উপর আহবায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর এভাবেই সংগ্রাম পরিষদ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবার প্রাক্কালে কাগুজে সংস্থায় পরিণত হয়।

[illegible]

২০/১২/৫০

[illegible]

২০/১২/৫০

১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সভায় কমিটির সদস্যদের হাতে লেখা প্রেস রিলিজ।

What East Bengal Thinks

It is apparent that strong resentment is being felt in all circles in East Bengal against the report of the Basic Principles Committee. We propose to reserve a place for the ventilation of well-reasoned, objective views on the subject. Our readers are invited to participate.— Editor, Pakistan Observer.

On behalf of the students of the Dacca University and the Dacca Medical College we unconditionally and unequivocally associate ourselves with the province-wide resentment against the recommendations of the Basic Principles Committee. The concept of a rigid federation, equal representation of different provinces in the Upper House, and finally the recognition of Urdu as the only state language of Pakistan, are some of the recommendations which clearly speak out of the fascist character of the Basic Principles of the proposed constitution. We most sincerely believe that these principles not only negate the famous Lahore Resolution in spirit and letter but offer a dangerous challenge to all patriotic and democratic people of Pakistan in general and East Bengal in particular.

On behalf of the students of the above institutions we accept this challenge and declare that we will not lag behind in any sort of active resistance that may be planned by the newly framed "Committee of Action."

A. ZAMAN KHAN,
General Secretary,
Dacca University Student's Union.
MUSTAFA NURUL ISLAM,
Vice, President,
Salimullah Muslim Hall Union
MAHBUB JAMAL ZAHEDI
Joint Secretary,
Salimullah Muslim Hall Union.
NAZIR AHMAD,
Vice, President,
Dacca Medical College Students' Union.

Pakistan Obser

DACCA, SATURDAY, OCTOBER 21, 1950

"MAKE 'PROTEST DAY' A SUCCESS"

STUDENT LEADERS CALL TO NATION

Mr. A Wadood of East Pakistan Muslim Students League, Mr. A Zaman of East Pakistan Students Federation, Mr. A. Mozz of Pakistan Students Association, Mr. Mustafa Nurul Islam, Vice-President, Salimullah Muslim Hall and Mr. Asmuzzaman Khan, Secretary, Dacca University Union in a joint statement says:

"In protest of the recommendations of the Basic Principles Committee, The Central Committee of Action for Democratic Confederation has convened a Pak Constitution Convention on the 4th and 5th Nov., 1950 and has declared a Protest Day on the 12th Nov., 1950 all over East Bengal. In the Pak Constitution Convention an alternative fresh draft of the Basic Principles on the basis of Historic Lahore Resolution by the Constitution Committee appointed by the Central Committee of Action will be placed. We appeal to students in particular and democratic citizens in general to pr[illegible] and send delegates to the convention and to make all [illegible] efforts to see that the [illegible] Day' on the 12th November

১৯৫০ সালের পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার একটি অংশ।

মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের নিন্দা

ঢাকার ছাত্র প্রতিনিধিদের বিবৃতি

মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এ. ছালাম খান, সলিমুল্লা মোছলেম হল ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুস্তফা নূরুল ইসলাম, সলিমুল্লা মোছলেম হল ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মযহারুল ইসলাম আহেরী এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নাজির আহমদ নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইতেছি যে, মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সোপারেশের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী যে অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আমরা উহার সহিত একমত। সম্বন্ধে পরিবর্তনীয় নহে, এইরূপ ফেডারেশন উক্ত পরিষদে বিভিন্ন প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্ব এবং শেষ পর্যন্ত উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার যে সোপারেশ প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের জন্য মূলনীতি নির্ধারক কমিটি করিয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ ফ্যাসিষ্ট মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।

আমাদের দৃঢ় ধারণা, বর্তমান সোপারেশ শুধু বিভ্রান্ত সাম্রাজ্য

৮ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কঃ

মূলনীতি কমিটির নিন্দা

১ম পৃঃ পর

প্রস্তাবকেই বর্ণে বর্ণে সমর্থন করিয়াছে, এমন নহে; পরন্তু ইহা সাধারণভাবে পাকিস্তানের এবং বিশেষভাবে পূর্ব বঙ্গের প্রত্যেকটি দেশভক্ত শান্তিপ্রিয় নাগরিককে চ্যালেঞ্জ জানাইতেছে। ঢাকা শহরের উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতেছি, এবং ঘোষণা করিতেছি যে, গণপরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কর্মসূচী নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য আমরা যে কোন প্রকার সক্রিয় প্রতিরোধে পশ্চাৎপদ হইব না।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রগণ বহু ভাষা আন্দোলনের দিনে সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হইবে, সাব কমিটির এই সোপারেশে তাঁহারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই সোপারেশের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে পূর্ববঙ্গের জাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা এবং সেইস্থলে এমন একটা শাসনতন্ত্র কায়েম করা, যাহা সাংস্কৃতিক প্রগতির সম্মুখে এক প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া তুলিবে।

এই সুযোগে আমরা আমাদের শাসকদিগকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের বাংলা ভাষার জাতীয় লড়াই শেষ হইয়া যায় নাই। আমাদের প্রিয় বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যকে আমরা কিছুতেই ম্লান হইতে দিব না।

পরিশেষে আমরা আমাদের ছাত্রবন্ধুগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, তাহারা আন্দোলনের সময়ে বাস্তবে রূপায়িত করার সংগ্রামে আমরা ছাত্ররা সবক্ষেত্রে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। পাকিস্তান হাসেলের জন্য পূন

১৯৫০ সালের আজাদ পত্রিকার একটি অংশ।

ভাষা সৈনিক
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাটের পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুন্সি মফিজ উদ্দিন। ১৯০৪ সালের প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাসের পর কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ থেকে এফ এ পাস করেন। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়েন হুগলি কলেজে এবং পরে ১৯১০ সালের সিটি কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হয়ে আসেন।

পাকিস্তান হওয়ার প্রাক্কালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করলে ডঃ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৪৭ সালের ২৮ জুলাই আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, বাংলাদেশে আদালত-কাছারি, শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু গ্রহণ করা হলে তা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হবে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার উপরে আর কোন ভাষার স্থান নেই। ১৯৫১ সালের সংগ্রামে তিনি আহবান জানিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার ছাত্রদের ওপর বাংলা ছাড়া আর অন্য কোন ভাষা নতুন করে চাপানো হলে শিক্ষাবিদরা তা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করবে। প্রয়োজন হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করবে।

১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠন করা হয় এই সভার সভাপতিত্ব করেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এই সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ সরকার আকস্মিকভাবে ১৪৪ ধারা জারি করলে পরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারির দিনে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ঢাকার নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাসেম।

২১ ফেব্রুয়ারির বর্ণনা

একদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারির জন্য জনসাধারণের ধর্মঘটের প্রস্তুতি অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন। গণশক্তির ভয়ে ভীত সরকার নিজেদের অসহায় মনে করে ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে একটানা এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের আবহাওয়ায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। রিকশাওয়ালা, গাড়িওয়ালা, দোকানদার থেকে শুরু করে ছাত্র, কেরানি, অফিসার ও রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সূচনা হয়। সকল মহলেই ১৪৪ ধারার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, শহরময় একটা থমথমে ভাব দেখা দেয়। একদিকে চূড়ান্ত সরকারি দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ। এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের এক জরুরী সভা বসে। সঙ্গে সঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররা এক জরুরী বৈঠকে সমবেত হয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক পর্যালোচনা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ করতে গিয়ে সর্বদলীয় কর্ম-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যেই সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সভা থেকে দুইজন প্রতিনিধি সর্বদলীয় কর্ম-পরিষদের সভায় এসে উক্ত হলের ছাত্র সাধারণের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সর্বসম্মত অভিমত জানিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারি দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মতামত করেন, এবং অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যদি ছাত্র

"স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন"

[illegible]

(বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ)

ঢাকা, [illegible]
১৯৫১।

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক ১৯৫১ সালের একটি প্রচারপত্র।

ও জনসাধারণের কোন অংশ সর্বদলীয় কর্ম-পরিষদের এই সিদ্ধান্ত অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই সর্বদলীয় কর্ম-পরিষদ বাতিল হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

কর্মীদের ইঙ্গিতেই শহরের সকল অঞ্চলের দোকানপাট, গাড়ি-ঘোড়া, যান-বাহন, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২ টার মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। প্রায় সাড়ে ১২ টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায়ে ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সংকটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপরেই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু আন্দোলন সম্পর্কিত ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মিগণসহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। অতঃপর ব্যাপক পর্যালোচনার পর তাদের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্ররা সুদৃঢ় আত্মসচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করে।

ছাত্ররা শামসুল হকের বক্তব্য শুনল, কিন্তু তারা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হল না। তারা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে তখন কড়া পুলিস পাহারা।

এ সময়ে ছাত্রনেতা আবদুস সামাদ একটি আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ছাত্ররা দশজন দশজন করে বের হবে। এটা এক ধরনের সত্যাগ্রহ। প্রস্তাবটির মাহাত্ম্য হলো এই যে, এতে এক দিকে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করা হবে, অপরদিকে ব্যাপক আকারের গোলযোগ এড়ানো সম্ভবপর হবে। ছাত্ররা এ-প্রস্তাব মেনে নিল শেষ পর্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে 'দশজনী মিছিল' বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগান দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আই. বি. ও পুলিস বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম 'দশজনী মিছিল' শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিস এসে গ্রেফতার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে রাখে। দেখতে দেখতেই ছাত্র গ্রেফতার করে অনেকগুলো ট্রাকে ভরে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে রাস্তার পাশ আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ার পর ছাত্ররা

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন

সকল ভাষার সমমর্যাদা

ও

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে

২১শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী

ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও

শোভাযাত্রা করুন

আওয়াজ তুলুন :

- ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না
- পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই
- বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি, উর্দুভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই,
- বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।

বাংলার জন্য আন্দোলন, উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। ইংরেজীর বদলে উর্দু, বাংলা-সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন।

ইংরেজ পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থিত রাখার জন্য একটি ভাষা—ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখিয়াছেন এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন।

একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে পাকিস্তানের সার্বিক উন্নতিই ব্যাহত হইবে।

অতএব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমমর্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি, উর্দুভাষী—সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি

১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই তখন কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারি বরণ করতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিক্যাল হোস্টেলে, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিস বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম. এল. এ. ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিস হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এক দিকে ইট-পাটকেল অন্য দিক থেকে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ। পুলিস তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই বরকত, আবদুল জব্বার ও রফিকুদ্দিন আহমদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মতো গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।

এরপর ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আবুল বরকত মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের শেডের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে। বুলেট তাঁর উরুদেশ বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাতের পর রাত আটটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হয়। বরকতের মৃত্যুর খবর দাবাগ্নির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গুলিতে নিহত তিনজনের মধ্যে জব্বার ছিলেন একজন রিকশাচালক। অপর দু'জনের পরিচয় উদ্ধৃতিতে নির্দেশিত হয়েছে। এর মধ্যে বরকতের মৃত্যুর ঘটনাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

গুলি চালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। মেডিক্যাল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবি জানানো হয়। ১৪৪ ধারার নাম নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলি চালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরের সমস্ত

এফ-এইচ হলের পুকুর পাড়। এইখানে ছাত্র নেতারা ২০ তারিখ রাতে এবং ২১ তারিখে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

লোকে তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর গলিতে গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঢল বয়ে চলে গেল। মেডিক্যাল হোস্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে তখন শহীদদের নাম ঠিকানা ঘোষণা করা হয়। সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন তৎমুহূর্তেই সমস্ত ভয় ডর দূর হয়ে গেছে, জোয়ারের সমস্ত প্রাণ শক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।

বাইরের এমন তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ তখনও এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নূরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর কৈফিয়ত দাবি করেন এবং পরিষদ মুলতবি রাখার দাবি জানান। নূরুল আমিন সাথে সাথে বলেন, "কয়েকজন ছাত্র গুলির আঘাতে আহত হওয়ায় শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি। আমাদেরকে আবেগে চালিত হলে চলবে না।" পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠল। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, "আমাদের ছাত্ররা যখন শাহাদাত বরণ করেছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না।" এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা করলেন। রাতে সারা শহরে আর ১৪৪ ধারার চিহ্নমাত্র কোথাও রইল না। শহর আর শহরতলীর হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ সেই রাতে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণ দেখতে আসে। সেদিন মনে হলো, যারা শহীদ হলো তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের হৃদয়ের ধন।

পরদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি, আন্দোলনের দুর্বার অভিব্যক্তির দিন। এদিন সংবাদপত্রে খবর বেরোয়, ৪জন নিহত, ৩০০ জন আহত ও ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এইদিন ভোর থেকেই সলিমুল্লাহ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ফজলুল হক হল, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, জগন্নাথ কলেজের মাইকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল কর্মী আর ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ সাধনের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

শহরের দোকান-পাট, গাড়ি-ঘোড়া, অফিস-আদালত, যানবাহন বন্ধ করে শ্রমিক-মজুর-কেরানি ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসেছে। শহীদদের লাশগুলিকে চক্রান্ত করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল হোস্টেলের ভেতর 'গায়েবি জানাজা' পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারির হাতে দেয়া হয়েছে তবু সেখানে সেখানে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিক হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত

পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট। এই গেট দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বের হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সময় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

করলেন " হে আল্লাহ, আমাদের অকালিন শহীদদের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমেরা আমাদের বাপের নিজ ছেলেদের খুন করেছে, তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।"

জানাজা শেষে জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।.....সভা শেষ করেই লক্ষাধিক জনতার মিছিল বেরোয়। পুলিশ শোভাযাত্রার মাঝখানে হঠাৎ লাঠিচার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে গুলি চালায়। এখানেই হাইকোর্টের কেরানি শফিউর রহমান শহীদ হন। ছত্রভঙ্গ জনতা তখন হাইকোর্ট আর কার্জন হলের দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শোভাযাত্রার এই অংশ নবাবপুর এলে পুনরায় তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। অনেকেই আহত হয়ে পড়ে রইল রাস্তার দু'পাশে। মিছিল মিটফোর্ড হয়ে চকবাজার দিয়ে মেডিক্যাল হোস্টেলে গিয়ে শেষ হয়।

অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের বিরাট অংশ 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং 'সংবাদ' অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের উপর মিলিটারিরা বেপরোয়া গুলি চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।

এই দিন জনসাধারণ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা বের করে আর ১৪৪ ধারা অমান্য করে বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রাম থেকে গাড়িওয়ালা, মাঝিমাল্লা আর কৃষক-মজুর-ছাত্র-শিক্ষক এসে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সমস্ত অফিস-আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, যানবাহন বন্ধ করে তারা মিছিলে যোগ দিয়েছে। শহরের সকল প্রান্ত থেকে জনসাধারণ নিজেরাই মিছিল সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিকরাই রেলের চাকা বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। প্রায় ১১টা পর্যন্ত রেল চলাচল একদম বন্ধ থাকে। সব দিক থেকে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন বিকল হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে সেদিন পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও তার জন্য গণ-পরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

তারপরও প্রতিদিন ঢাকা শহরে হরতাল, মিছিল, পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ ইত্যাদি চলতে থাকে। বিবরণে আছে, "এক মিলিটারি ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সরকারের পতনের আশংকা ছিলো।" বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদই এই পর্যায়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সর্বদলীয় কর্ম-পরিষদ আবার সভা আহবান

১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ২১ ফেব্রুয়ারির সভার একটি অংশ।

করে। সরকারকে ৭৫ ঘন্টার চরমপত্র দেওয়া হয় এবং ওই মার্চ 'শহীদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবি করা হয়। ৯-দফা দাবির ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবী করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি যুব লীগের মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ সহ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। একই রাতে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, সরকারী এজেন্ট ও নাশকতা কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের তিনি সাফল্যের সাথে দমন করেছেন। শহরে ৫ই মার্চের ধর্মঘট আংশিক সাফল্য লাভ করে।

শহরে ভাটা পড়লেও জেলা শহরগুলোতে আন্দোলনের অভূতপূর্ব ঢেউ ওঠে। প্রদেশের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেও এ ঢেউয়ের তীব্র রেশ।

এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখা যায় প্রদেশে ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে যাঁরা পুলিসের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাসের সেলে আহত হয়েছিলেন তাঁদের তালিকাঃ

১। আনোয়ারুল ইসলাম (২৪) এস. এম. হলের ছাত্র
২। রওশান আরা বাহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
৩। এ. আর ফৈয়াজ (১৯) জগন্নাথ কলেজের ছাত্র
৪। সিরাজুল ইসলাম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
৫। আবদুস সালাম (২৭) ডাক বিভাগের পিয়ন।
৬। এম. এ. মোতালেব (১৪) স্কুলের ছাত্র
৭। এলাহী বখশ (৪০)
৮। মুনসুর আলী (১৬) স্কুলের ছাত্র
৯। বশির আহমদ (১৫) স্কুলের ছাত্র
১০। তাজুল ইসলাম (১৭)
১১। আবদুস সালাম (২২)
১২। আখতারুজ্জামান (১৯)
১৩। আবদুল রাজ্জাক (১৭)
১৪। মোজাম্মেল হক (২৩)
১৫। আবদুল রশিদ (১৪) স্কুলের ছাত্র

এইসব বিক্ষোভ আন্দোলন ও সংঘর্ষে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁরা এই গণ-অভ্যুত্থানের গভীরতা ও ব্যাপ্তিকে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের অনেকেই আজও জীবিত।

১৯৫২ সালে মিছিলের ফেস্টুনে ও পোষ্টারে আঁকা মর্তুজা বশীরের কার্টুনের ছবি

যে বিবরণ আংশিকভাবে এখানে উদ্ধৃত হল, তা অনেকেরই জানা সত্ত্বেও পেশ করা হলো, কারণ শত বাধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা আজ বিশ্বসভায় এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়েছে মানুষ। এই নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে একক ও অনন্য।

এই লেখার কিছু অংশ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত '২১ শের সংকলন' বইয়ের এবং কবিরউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম বই, কবিতা, গান ইত্যাদির তালিকা

১। ২১শের প্রথম প্রকাশিত বই–'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' ৩১/১ আজিমপুর রোড থেকে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে ১৯৫২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

২। একুশের প্রথম সংকলন– '২১শে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে, সম্পাদনা করেছিলেন– হাসান হাফিজুর রহমান এবং প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম।

৩। ২১শের প্রথম গান–'ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না আর একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিকেলে রচনা করেছিলেন জনাব গাজীউল হক। আর সুর করেছিলেন জনাব নিজামুল হক।

৪। ১৯৫২ সালের প্রথম শহীদ মিনারের নকশা ও মিনার তৈরীর কাজে ছিলেন ডাঃ সাঈদ হায়দার।

৫। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানে যে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাই তার নকশা করেছিলেন মরহুম শিল্পী হামিদুর রহমান।

৬। ২১শের প্রথম কবিতা–"কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" ২১ তারিখের সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ চট্টগ্রামে লিখেছিলেন মাহবুব আলম চৌধুরী

৭। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের আহবায়ক-কাজী গোলাম মাহবুব।

৮। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক-আবদুল মতিন যিনি 'ভাষা মতিন' নামে পরিচিত।

৯ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের প্রথম সভার সভাপতি– জনাব আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সভা হয়েছিল ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরীতে।

বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউট ডোর। এইখানে ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে গুলি হয়েছিল।

১০। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারিতে জরুরী সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাসেম। জরুরী সভা হয়েছিল ঢাকার নবাবপুর রোডের আওয়ামী লীগের অফিসে।

১১। ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনী ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পকলা একাডেমীতে। আলোকচিত্র শিল্পী মনোয়ার আহমদ এবং প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ভাষা সৈনিক ও রাজনীতিবিদ মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ।

১২। আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী।

১৯৭২ সালে পুরাতন ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা পরীক্ষা দিবার নির্বাচন করছেন।

১৯৫২ সালের সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার ছবি।

একুশের কবিতা সহ, শহীদ বরকত, শহীদ রফিক ও শহীদ জব্বারের ছবি।

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদের ছবি।

৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার নবাবপুরে প্রতিবাদ মিছিলের ছবি।

১৯৭২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদের ছবি।

আজাদ
The Azad
বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সোপারেশ
শুক্রবার শহরের অবস্থার আরও অবনতি : সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব

আজাদ

The Azad

গুলীবর্ষণ সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতিদের দ্বারা

প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

২৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ।

Registered No. DA-1.

The Dacca Gazette

Extraordinary

Published by Authority

THURSDAY, FEBRUARY, 28, 1952.

PART I.—Orders and Notifications by the Governor of East Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL.

HOME (SPECIAL) DEPARTMENT.

ORDERS.

No. 170H.S.—27th February 1952.—Whereas the Governor has reason to believe that the undermentioned person in respect of whom the Governor has made an Order No. 169H.S., dated the 27th February 1952, under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951), as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act No. XXXVIII of 1951), directing that he be detained, is concealing himself so that the aforesaid order of detention cannot be executed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 17 of said Ordinance as so enacted and continued in operation, the Governor is pleased to direct that the said undermentioned person do appear before the District Magistrate, [illegible], within 30 days of the date of publication of this order in the *Dacca Gazette*.

Particulars.

Kazi Ghulam Mahboob, son of Kazi Abdul Majid, of [illegible], P.S. Gournadi, Barisal, and of [illegible] Azimpura [illegible], P.S. Lalbagh, Dacca.

No. 172H.S.—27th February 1952.—Whereas the Governor has reason to believe that the undermentioned person in respect of whom the Governor has made an Order No. 171H.S., dated the 27th February 1952, under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951), as enacted [illegible]

Particulars.

Khalique Newaz Khan, son of Ela Newaz Khan, of Asargaon, P.S. Nandail, Mymensingh, M.A. student, Dacca University, and of Ekbal Hall (expelled).

No. 176H.S.—27th February 1952.—Whereas the Governor has reason to believe that the undermentioned person in respect of whom the Governor has made an Order No. 175H.S., dated the 27th February 1952, under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951), as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act No. XXXVIII of 1951), directing that he be detained, is concealing himself so that the aforesaid order of detention cannot be executed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 17 of the said Ordinance as so enacted and continued in operation, the Governor is pleased to direct that the said undermentioned person do appear before the District Magistrate, Mymensingh, within 30 days of the date of publication of this order in the *Dacca Gazette*.

Particulars.

Shamsul Haque, son of Dabiruddin, of [illegible], P.S. Nagarpur, Mymensingh, and of 94, Nawabpur Road, Dacca.

No. 178H.S.—27th February 1952.—Whereas the Governor has reason to believe that the undermentioned person in respect of whom the Governor has made an Order No. 177H.S., dated the 27th February [illegible] under clause [illegible]

১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ঢাকা গেজেটের ছবি।

প্রথম ভাষা-আন্দোলনের আরও দুটো দলিল

আপনি কি তার খবর রাখেন?

বায়ান্ন সালের একটি প্রচারপত্র

বরকতের কবরে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন বরকতের বৃদ্ধা মা বাবা ও তার দুলাভাই

১৯৫৩ সালের প্রভাত ফেরির ছবি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা গোরস্থানে বরকতের কবরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশী হামলার একটি দৃশ্য।

নগ্ন পায়ে প্রভাত ফেরী।

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারের সভায় মওলানা ভাসানী পিছে শেখ মুজিবর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ ও ভাসানীর পিছনে হাশেম খান দেখেন।

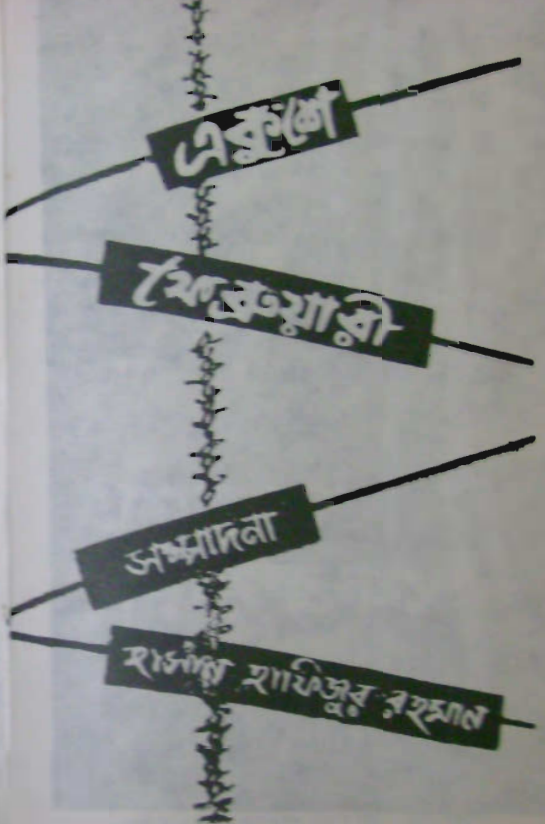

৫২ সালে একুশের ওপর প্রকাশিত প্রথম সংকলনের প্রচ্ছদের ছবি।

৫২ সালের একুশের উপর প্রকাশিত প্রথম বই-এর প্রচ্ছদের ছবি।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে যারা পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাসের শেলে আহত হয়েছিলেন তাদের তালিকা

১। আনোয়ারুল ইসলাম (২৪) এম. এস. ছাত্র
২। [illegible] আলী বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
৩। এ. আর. তৈয়ব (১৮) জগন্নাথ কলেজের ছাত্র
৪। সিরাজুল ইসলাম [illegible] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
৫। আবদুস সালাম (২৭) [illegible]
৬। এম. এ. মোতালেব (১৮) স্কুল ছাত্র
৭। এলাহী বকশ (৪০)
৮। মুনসুর আলী (১৮) স্কুল ছাত্র
৯। রশিদ আহমদ (১৮) স্কুল ছাত্র
১০। তাজুল ইসলাম (২৫)
১১। আবদুস সালাম (৩৩)
১২। আখতারুজ্জামান (১৮)
১৩। আবদুর রাজ্জাক (২৫)
১৪। মোজাম্মেল হক (২৫)
১৫। আবদুর রশিদ (১৮) স্কুল ছাত্র।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম বই, কবিতা, গান ইত্যাদির তালিকা

১। ২১শের প্রথম প্রকাশিত বই- 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' [illegible] গ্রাম থেকে [illegible] ১৯৫২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।
২। একুশের প্রথম সংকলন- 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে, সম্পাদনা করেছিলেন- হাসান হাফিজুর রহমান এবং প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম।
৩। ২১শের প্রথম গান- 'ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে প্রথম [illegible] গাজীউল হক। [illegible] সুর [illegible]
৪। ১৯৫২ সালের প্রথম শহীদ মিনারের নকশা ও মিনার তৈরি [illegible] ছিলেন [illegible]
৫। পরবর্তীকালে [illegible] বর্তমানে যে শহীদ মিনার [illegible] নকশা করেছিলেন শিল্পী হামিদুর রহমান।

লেখক পরিচিতি

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET